Interview details

Interview with Somnath Rudrapal

Interviewed by Soumita Mazumder

সোমনাথ: পূর্ববঙ্গের গল্প বলতে বাবা ঠাকুরদার কাছ থেকে যেটুক শুনেছি, ঠাকুরদাকে তো দেখিনি বাবার কাছ থেকে, ঠাকুমার কাছ থেকে যেটুক শোনা গল্প যে তারা আগে এই ঠাকুরই বানাত এবং হাঁড়ি-পাতিল যেটা আর কি বলল, হাঁড়ি-পাতিল ওখানে বানানো হতো। ওইখানে জমিদার বাড়িতে গিয়েই তারা ঠাকুর গড়ত এবং দাদুরা যেতেন সঙ্গে। দাদু এবং আমার জেঠু ছিলেন, তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। এই করতে করতেই দাদু প্রত্যেককে কাজ শিখিয়েছেন, এবং আমার দাদুদের সঙ্গে থেকে আমার বাপ কাকারা মানে বাবা এবং কাকারা সব এই কাজই শিখেছে এবং এই কাজই করছে প্রত্যেকে। এরপর আমারাও তার পরের জেনারেশন আমরাও এই কাজ শিখেছি, এইভাবেই চলে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে।

সৌমিতা: আপনাদের পূর্ববঙ্গের কোন জেলায় বাড়ি ছিল?

সোমনাথ: আমাদের পূর্ববঙ্গের ঢাকা, বিক্রমপুর ষোলগর।

সৌমিতা: তো সেখান থেকে এপারের কলকাতার কুমোরটুলিতে আসার যাত্রাটা যদি আমাদেরকে -

সোমনাথ: যাত্রা বলতে অ্যাকচুয়াল আমরা তো সেগুলো কিছু জানিনা। যতটুকু যা করেছেন দাদুরা এবং আমরা সেরমভাবে বিশেষ কিছু শুনিওনি। যেটুকু জানি যে দেশ ভাগের সময় তারা এসেছিল এবং ওইখানে আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না বলে, যেই হেতু কুমোরটুলি বলে তখন একটা নাম তারা শুনেছিল - যার জন্য তারা ওখান থেকে এখানে চলে আসে। এই মৃৎ শিল্প করবে বলে ওখান থেকে এখানে চলে আসে।

সৌমিতা: এই যে দেশ ভাগের জন্য ওখান থেকে ওনারা ওনাদের ব্যবসা ছেড়ে এখানে চলে এলেন - তো সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমি আপনাকে জিগ্যেস করছি - দেশ ভাগ জিনিস তা সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়ে আজকে?

সোমনাথ: দেশ ভাগ জিনিসটা সম্পর্কে কি মনে হয় বলতে - দেখুন বাংলাদেশ এবং এই দেশ যদি বলেন, এখানে এসে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। যেরকম ধরুন এখানে এসে আমাদের অনেক হেনস্থা হতেও হয়েছিল জায়গায় জায়গায়। তো একটা সময় দেশভাগ বলতে, এখনও এটা স্পষ্ট বোঝা যায় বাঙাল এবং ঘটি বলে। মানে এমনি তে কিছু বোঝা যায় না কিন্তু আমরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং নাম যতক্ষণ না প্রকাশ হবে কেউ বলবে না বাঙাল না ঘটি। কারণ আমাদের কথা বার্তা এবং এখন কার কথা বার্তা সব এক। আমরা আর বাঙাল ভাষায় কথা বলি না কারণ আমরা ওই ভাষা জানিনা। বাবা ঠাকুরদা যেটুক আলোচনা করেছে তারপর থেকে আমাদের জেনারেশন আর কেউ বাঙাল ভাষা বলতে পারে না ঠিকমতো।

সৌমিতা: আচ্ছা আপনি বলছিলেন যে এখানে এসে প্রথম দিকে আপনাদের খুব হেনস্থা হতে হয়েছে - সেই হেনস্থার উদাহরন যদি আমাদের সাথে একটু বলেন? কি ধরনের হেনস্থা?

সোমনাথ: হেনস্থা বলতে ধরুন অনেক রকম ভাবে হ্যারাসমেন্ট করত কাজের দিক থেকে, তারপর বাঙাল বলে অনেক, মানে একটা ঘৃণার চোখে দেখত। ঠিকাছে, তারপরে এইসব দিনের পর দিন হতে হতে একটা সময় এমন হয়েছিল থানা পুলিশ হতে হয়ছিল। পুলিশকে জানাতে হয়, তারপর তারা এসে আর কি করে পরে সেগুলোকে মিউচ্যুয়াল করে।

সৌমিতা: আচ্ছা থানা পুলিশের ঘটনাটা যদি আরেকটু বিস্তারিত ভাবে কিছু বলেন - মানে কি কারণে থানা পুলিশকে জড়িয়ে এই ধরনের, মানে বাঙাল ঘটির মধ্যে এই ধরনের তিক্ততা?

সোমনাথ: এটা কাজের উপর। এটা হছে মেন অ্যাকচুয়াল, এখানকার যে ধরনের কাজ হত, এখানকার যেই সব মৃৎ শিল্পীরা ছিলেন ম্যাক্সিমাম হচ্ছে কৃষ্ণনগর নদিয়া ডিসট্রিক্টের। তারা এখানে আসতেন, এখানে এসে দীর্ঘ দিন তারা কাজ করতেন না। তারা ওই একটা সময় আসতেন, কিছুদিন কাজ করতেন আবার চলে যেতেন। মানে পুজোটা কেটে গেল তারা দোকান পাট গুটিয়ে নিয়ে চলে যেতেন। কিন্তু যখন আমার বাপ ঠাকুরদা, বলুন এই বাঙালরা আমরা যে কজন আছি যখন এখানে এসেছি আসার পর তারা যখন স্থায়ী হল... মানে তাদের কাজের ধরনটা পুরো অন্যরকম। এবং তারা ডিউটি দিত মোটামুটি মানে ধরুন সকাল থেকে আরম্ভ করে রাত অবধি। তো এগুলো দেখে তাদের মধ্যে একটা হিংসে চলে আসে, তারা বিভিন্ন রকম ভাবে আস্তে আস্তে আমাদের হেনস্থা করতে থাকে। অনেক রকম ভাবে হেনস্থা করেছে যার জন্য থানা পুলিশ করতে হয়েছিল।

সৌমিতা: আচ্ছা আপনি আরেকটা কথা বললেন যে এখানে এসে অনেক কিছু শিখেছেন, সেই শিক্ষা তা কি হয়েছে যদি একটু কিছু বলেন? কাজের দিক থেকে কি কি শিখেছেন?

সোমনাথ: কাজের দিক থেকে শিখেছি বলতে মানে, আমাদের যে কাজ তা আর ওদের কাজটা একটা অন্যরকম কাজ এবং এখন যেরকম মার্কেটের চাহিদা, মার্কেটে যেটা চায়, সেই চাহিদা হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, ওদের সঙ্গে আমাদের কাজের অনেক কিছু শেখারও আছে - যেটা আমরা ওদের থেকে শিখেছি, ওরা আমাদের থেকে শিখেছে। এগুলো কাজের উপর ব্যাপার। ওরা আগে যেরকম ধরুন আমাদের এখানে যে সাজ তা ছিল আগে - জরির গহনা। কিংবা বিভিন্ন রকমের কালারের যে গহনাগুলো- সেগুলো ওরা করত না। আর আগে এখানে ঠাকুরের পিছনে চালচিত্র দেখছেন, এখন যেরকম দুর্গা প্রতিমা প্রত্যেকটা প্যান্ডেলে গিয়ে দেখবেন চালছিত্র, সেটা এখন এই বাঙালরা আসার পর ওটা আরম্ভ হয়। তখন ওরা ওগুলো করত না। ঠিকাছে? তো এই একটা ডিফারেন্স অনেক হয়েছে, কাজটা এখানে অনেক শেখার আছে, শিখেওছি। এবার ওদের

কাছ থেকেও শেখার আছে একটা কাজ যেটা - টানা টানা চোখ যেটা, ওদের ওইটা স্পেশাল। ওদের কাছ থেকেও আমরা শিখেছি ওটা।

সৌমিতা: আচ্ছা, আমরা শুনেছি যে ঠাকুর গড়ার সময় বিভিন্ন ধরনের নিয়ম কানুন এবং রীতি রেওয়াজ পালন করা হয়, ঠাকুর গড়ার বিভিন্ন নিয়ম আছে, তা আপনি যদি আমাদের একটু বলেন যে ঘটিদের ঠাকুর গড়ার নিয়ম এর সাথে আপনাদের বাঙালদের ঠাকুর গড়ার নিয়মটা কিরকম আলাদা বা কি ইউনিক?

সোমনাথ: ঘটিদের নিয়ম এবং আমাদের নিয়ম, ঘটিদের মধ্যে আগে ছিল অনেক, আগে ছিল যেমন বাঁশ দিয়ে তলার স্ট্রাকচারটা করত। যেটা আমরা আগেও করেছি কিন্তু পরে আমরা সব কাঠ দিয়ে করতাম। এটা হল একটা ব্যাপার আর দ্বিতীয়ত ওদের কাজ এর ধরনটা আলাদা হছে। ওরা হচ্ছে - তুমি এতক্ষণ কাজ করবে, তোমাকে এই কাজটা করতে হবে। আমাদের ওরম নেই, আমাদের মেইন হচ্ছে গড়ন চাই। এবং ওরা করে কি ব্যাক পোরশন তা ঠিকমতো করেনা ওরা। আমাদের দেখবেন একটা ঠাকুর যে ব্যাক পোরশনও পুরো সে রকম, যে রকম তার সামনের পোরশন সেরকম তার ব্যাক পোরশন ও থাকবে। এই হল ওদের সাথে আমাদের কাজের ডিফারেন্স। এবং নিয়ম বলতে ওদের যেটা ধরুন, আমরা একটা পাকা পোক্ত করতে গেলে একটার জায়গায় দুটো বাঁশ দেব, কিন্তু ওদের বাঁশের হিসাব আছে - আমার দুটো বাঁশে এটা করতে হবে, ঠিকাছে? এইগুলো অনেক ব্যাপার থাকে।

সৌমিতা: আচ্ছা আমাকে বলুন যে আপনারা বিক্রমপুর থেকে যখন এখানে চলে আসেন প্রথম দিকে আপনারা কি কুমোরটুলিতেই ছিলেন? নাকি কলকাতার কোথায় উঠেছিলেন?

সোমনাথ: বাপ ঠাকুরদারা যখন এসেছেন বালি নিশ্চিন্দা বলে একটা জায়গা আছে আপনারা শুনেছেন, ওইখানে ছিলেন তারপর এখানে স্থায়ী হয়েছেন।

সৌমিতা: আপনার পরিবারের কথা যদি একটু বলেন, কতজন ছিলেন, আপনাদের পরিবার কিরম ছিল? এবং সেখান থেকে...

সোমনাথ: পরিবার বলতে তখন যখন এখানে আসে, তখন তো জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল, প্রায় আঠার উনিশ জন বাবা কাকারা ভাই ছিলেন এবং ষোল সতেরো জন বোন ছিলেন। সব একসঙ্গে থাকতেন, এবং আমাদের ঘরে একটা নিয়ম ছিল তখন যে যতজন কাজ করতেন সব বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া করত। তাদের সকাল বেলা জলখাবার দেওয়া থেকে আরম্ভ করে সবই বাড়ি।

সৌমিতা: বালি থেকে কুমোরটুলি আপনারা যাতায়াত করতেন?

সোমনাথ: তখন যাতায়াত করত তারপরে যখন এখানে স্থায়ী হয়ে যায় তখন এখান থেকেই...

সৌমিতা: তারপরে এখান থেকেই সব কিছু করেন... তো আপনাদের এখানে যারা কারখানায় কাজ করতেন, যে মৃৎশিল্পীরা ছিলেন তারা কি প্রত্যেকে বাঙাল ছিল নাকি ঘটি?

সোমনাথ: না ওরকম কোন ব্যাপার ছিল না বাঙাল ঘটি বলে, কিন্তু তারা ম্যাক্সিমাম থাকতেন নদিয়া ডিসট্রিক্ট এর লোক। এখনো কুমোরটুলিতে খুঁজলে পাবেন বেশিরভাগ হচ্ছে নদিয়া ডিসট্রিক্ট। এবং মেদিনীপুর ডিসট্রিক্ট এর লোক।

সৌমিতা: আচ্ছা '৪৭-এর সময়, যখন দেশ ভাগের পর আপনারা এখানে চলে আসেন, তো ওইসময় এখানে ব্যবসাটা তৈরি করবার জন্য যেই যেই ধরনের পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে এবং ঘটনাক্রমের মধ্যে দিয়ে আপনাদের পরিবার কে যেতে হয়ছিল - তার কথা যদি আমাদের কে একটু বলেন?

সোমনাথ: যেই যেই ঘটনা বলতে আপনি যেটা বললেন যে এখানে এসে বাপ কাকাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। যেটুকু আমি শুনেছি যে বাবারা

যখন, আমার ঠাকুরদা এখানে আসার পর বালি, নিশ্ছিন্দার বাড়িতেই মারা যান। উনি ওখানেই আর কি... তখন বাবাদের মাথার উপর কেউ ছিল না। এই দাদুরা বলতে, মানে বাবার কাকারা বলতেই সব। তো তখন তাদের এমন পরিস্থিতি। আর আমার দাদুরা খুব স্ট্রিক্ট ছিলেন, মানে বাবারা কাজ শেখেন এরম ভাবে যে - দাদু হয়ত বলে দিত আজ সারাদিন এটা করতে হবে। স্কুল থেকে এসে তারা ওই বসে পড়ত, এটা তৈরি করবে, ওটা করবে। আজকে বলে দিল, হঠাৎ করে বলল যে আজকে এতগুলো ঠাকুর রং করতে হবে, তাহলে সবাইকে ভাল কোন একটা কিছু দেব। তো এইরকম ভাবে বাবারা কাজ শিখেছেন।

সৌমিতা: আচ্ছা পূর্ববঙ্গে থাকাকালীন আপনি বললেন যে আপনার পরিবারের লোক জনেরা জমিদারের কাছে কাজ করতেন, জমিদারের হয়ে...

সোমনাথ: জমিদার বাড়িতে গিয়ে ঠাকুর বানাত।

সৌমিতা: ঠাকুর বানাত... এখানে এসে আপনারা কি ধরনের ক্লায়েন্টেল প্রথমে পেলেন? মানে কাদের জন্য কাজ করতেন আপনারা?

সোমনাথ: এখানে এসে দাদুরা ঠাকুর প্রথম ঠাকুর বানিয়েছিলেন, তারপরে বিভিন্ন বড় বড় যে সব... এখন অনেক বড় বড় বারোয়ারি হয়েছে। আগে টালা পার্ক, যে রকম টালা সার্বজনীন যেটা তারা ঠাকুর নিতেন। তখন তো ঠাকুরের দাম খুব বেশি ছিল না, হাজার এগারশ টাকায় বড় বড় ঠাকুর হত। সাতশ টাকাতেও, বড় বড় দুর্গা প্রতিমা বানিয়েছি। যেরকম ধরুন খিদিরপুর যে আমাদের পঁচাত্তর পল্লী আছে, তারপর সিমলা ব্যায়াম সমিতি ধরুন।

সৌমিতা: এইগুলো তো আমরা মোটামুটি, সিমলা ব্যায়াম সমিতি বা খিদিরপুরের কথা বললেন - এগুলো তো মোটামুটি আমরা জানি বেশ ঘটি পাড়া পুরনো, কলকাতা তো তাদের কি কোনরকমের ইনহিবিশন ছিল, যে তারা বাঙালদের কাছ থেকে ঠাকুর নেবে?

সোমনাথ: না না ভাল কাজ দেখে, ওই কাজের সঙ্গে এই কাজের অনেক ডিফারেন্স দেখে তারা সেটা দেখেই তারা আসে।

সৌমিতা: ডিফারেন্সগুলো আপনি আমাদের বললেন যদি আর কয়েকটা কিছু বলতে পারেন, যে কি ধরনের ডিফারেন্স আপনাদের কাজে। মানে পূর্ববঙ্গের মৃৎশিল্পীদের কাজের সাথে পশ্চিমবঙ্গের মৃৎশিল্পীদের কাজের কি ধরনের ডিফারেন্স আমরা দেখতে পারি? একটু যদি বলেন আমাদের।

সোমনাথ: ডিফারেন্স বলতে ওইগুলো তো পাবেন এবং মুখের আদল অনেক আলাদা। প্রত্যেকের মুখের আদল আলাদা এবং ডিফারেন্স বলতে সাজ কাপড়ে অনেক আলাদা। এখন রিসেন্টলি বর্তমানে আমরা যেই পরিমান সাজ কাপড় ইউজ করি ওরাও সেম। এখন আর ডিফারেন্স বলতে কিছু নেই। কিন্তু একটা সময় খুব ডিফারেন্স ছিল। ওরা ভাল... মানে আমাদের সঙ্গে ওদের একটা রাগারাগি এসেছিল ওই একটা জায়গাতেই। আমাদের সাথে ওদের একটা জায়গাতেই রাগারাগি হয়, যেহেতু আমরা খুব ভাল সাজ কাপড় দিতাম, এ করতাম, প্রতিমার গঠন ওঠন - ওই হিসাবেই।

সৌমিতা: আপনাদের এখনকার কাজের সাথে, আপনি যদি আমাদেরকে একটু বলেন যে বাংলাদেশে আপনাদের জমিদার বাড়িতে গিয়ে কাজ করা ছাড়াও আর কি কি ধরনের কাজ হত যদি একটু বলেন যে, পূর্ববঙ্গের কাজগুলো সম্মন্ধে।

সোমনাথ: পূর্ববঙ্গের কাজ বলতে, অ্যাকচুয়াল তো পূর্ববঙ্গে আমাদের ব্যবসা ছিল মেইন হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করার। কুম্ভকার যাকে বলে, কুম্ভকারের যা কাজ। সেটাই আমাদের মেইন ব্যবসা ছিল। তারপরে দাদু যেহেতু জানতেন, আমার ঠাকুরদা যেহেতু জানতেন এই প্রতিমা তৈরি করা ওই তখন জমিদার বাড়িতে... ওই আমি যতখানি শুনেছি যে আমার দাদু, গ্রামের মোড়ল বলে না আগেকার দিনে, ওরকম টাইপের ছিল। তো ওরকম বলতেন যে, একটা ঠাকুর বানিয়ে দিতে হবে তখন দাদু যেত।

তো একা তো সম্ভব নয়, দাদু তখন সঙ্গে করে তার ভাইদের নিয়ে যেত, ভাই ভাইপো এদেরকে নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ওই কাজ করত।

সৌমিতা: আপনারা যখন চলে এলেন পূর্ববঙ্গ থেকে ওপারে কি কেউ থেকে গেছিল?

সৌমিতা: ওখানে কেউ নেই, তালে আপনার কাছে আপনার দেশ বলতে...

সৌমিতা: ভারতবর্ষ এবং কলকাতা... আচ্ছা আপনি সাতচল্লিশের আগে কি ধরনের পরিস্থিতিতে আপনার বাড়ির লোকেরা এই দিকে চলে এলেন যদি একটু কিছু বলেন।

সোমনাথ: দেখুন আমরা তো খুব একটা বিস্তারিত ভাবে বলতে পারব না এগুলো কারণ আমরা জানিনা। যেটুকু জানি যে ওখানে আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল, যার জন্য আরও দাদুরা চলে আসেন এইখানে। এরপর আরেকটা ব্যাপার আছে এটা আপনারা হয়ত শুনবেন এবং দেখেওছেন যে কলকাতার বাইরে মানে কুমোরটুলির বাইরে যেখানে যেখানে ঠাকুরের মূর্তির কারবার আছে প্রত্যেকটা জায়গাতে অতটা দাম যেটা কুমোরটুলির মূর্তির যে একটা দাম আছে সেটা বাইরে গেলে আর কি পাওয়া যায়না। অথচ এখান থেকে কোন শিল্পী যদি বাইরে গিয়ে ঠাকুর বানায়, প্রতিমা বানাতে যায় তখন তার একটা আলাদা দাম থাকে কেননা ওখানে একটা অন্যরকম ভাবে কাজ হবে, ওখানে থেকে করতে হবে। এইসব ব্যাপারগুলোর জন্য যার জন্য আরও ওখান থেকে, যেহেতু ওখানে দামটা পেতনা বলে, আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল বলে আরও এখানে চলে আসে।

সৌমিতা: তো সাতচল্লিশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দেশ ভাগ তাহলে তাদেরকে কতটা বাধ্য করেছিল ছেড়ে যাওয়ার জন্য বলে আপনি মনে করেন?

সোমনাথ: দেখুন আমরা তো এইসব ব্যাপার নিয়ে অতটা কোনদিনও তাদের সঙ্গে আলোচনা করিনি, যেটুকু শুনেছি জানি মেইন দাদুরা চলে আসেন আর্থিক আবস্থা খারাপের জন্য। এবং দ্বিতীয়ত... আর দাদুরা সবাই একসঙ্গে

আসেনি। এখানে আগে এসছিলেন, একজন এসে শুনলেন যে এরম ঝামেলা লেগে গেছে, তখন দাদুরা একজন একজন করে সবাইকে নিয়ে চলে ...

সৌমিতা: কি ধরনের ঝামেলার কথা শুনেছেন বলে আপনার মনে পরে?

সোমনাথ: ওই লেগে গেছিল, তখন দাদু দিদার থাকতে অসুবিধা হচ্ছিল। ওই জন্য চলে...

সৌমিতা: আচ্ছা আপনি প্রথমে বললেন যে আপনাদের একান্নবর্তী পরিবার ছিল। তো এখানে এই কলকাতা শহরে কি ধরনের পূর্ব বাংলার বিভিন্ন আচার বিচার নিয়ম কানুন আপনাদের পরিবারের মধ্যে...

সোমনাথ: পরিবারের মধ্যে নিয়ম কানুন বলতে আমাদের এই রুদ্রপাল আমাদের এই বংশের মেইন হচ্ছে মনসা পুজো। মনসা দেবীকে খুব এ করে আর কি! আমাদের প্রত্যেকটা পুজোতেই খুব নিয়ম নিষ্ঠা আছে যেটা আমরা দেখুন সরস্বতী পুজোর সময় কি হয়, যে আমরা যারা বাঙাল তাদের নিয়ম আছে যে সকাল বেলা হলুদ মেখে স্নান করে এবং পুজোর দিনকে বাড়িতে জোড়া ইলিশ আনে এবং তার তিন দিন পর তার জোড়টা ভাঙ্গা হয়। এবং আরেকটা নিয়ম কি - ইলিশ মাছের যে কাটা তা আছে সেটা পর্যন্ত ফেলে দেওয়া হবে না, সেটাকে রেখে দিয়ে গঙ্গায় ফেলা হবে। এটা হল একটা বাঙালদের নিয়ম আর একটা ব্যাপার যেটা এখানে এই বাঙালরা এসেছে বলে যেটা আমরা অনেক বাঙালরাই জানি বলি, যে আমরা বাঙালরা এসেছি বলেই ঘটিরা অনেক কিছু শিখেছে। যেরকম আমাদের খাবার দাবার বলুন সব দিক থেকে আচার আচরণ বলুন অনেক কিছু ওরা চেঞ্জ করেছে।

সৌমিতা: আচ্ছা আপনি মনসা পুজোর কথা বলছিলেন, তো আমাদেরকে যদি একটু মনসা পুজোর সাথে বলতে পারেন এই মনসা পুজো বললেন বাঙালদের মনসা পুজো...

সোমনাথ: বাঙাল নয় ব্যাপারটা হচ্ছে এটা হছে আমরা যারা এই রুদ্রপাল যারা আছে মেইনলি এই মনসা পুজো তা তাদেরই বেশি প্রচলন। রুদ্রপাল এবং যারা বনিক আছে মনসা পুজোটা তারাই অ্যাকচুয়াল বেশি করে।

সৌমিতা: আমাকে আরেকটু বলুন যে আপনাদের এই ধরুন যখন কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে বা বিয়ে হছে বা অন্য কোন পারিবারিক অনুষ্ঠান হচ্ছে সেইখানে আর কি কি আপনি সরস্বতী পুজোর কথা বললেন আর কি কি নিয়ম আপনারা পালন করেন পূর্ববঙ্গের থেকে?

সোমনাথ: পূর্ববঙ্গ থেকে বিয়ের একটা ব্যাপার হছে যে বাঙালদের মধ্যে দেখবেন বিয়ে বলুন যাই বলুন না কেন সবাইকে নিয়ে একটা হই চই করে বিশাল একটা ওই থাকে। আরেকটা নিয়ম হছে বাঙালদের যখন কোন বিয়ে হয় ওই আমার বিয়ে হয়েছে যেই পিঁড়িতে আমার ছেলেরও বিয়ে... ওই পিঁড়ি কিন্তু রেখে দেয়ে ওই পিঁড়িটা থাকবেই। যেরকম আমার কিছুদিন আগে আমার এক বোনের বিয়ে হয়েছে সে তার যে পিঁড়িতে বিয়ে হয়েছে আবার তারপর আবার যার বিয়ে হবে ওই পিড়ি এনে সেই পিঁড়ি বিয়ে হবে। এই একটা নিয়ম রয়েছে আমাদের আর দ্বিতীয়ত আমাদের যে কোন নেমন্তন্ন মানে বাঙালদের ঘটিদের আচরণ অনেক আলাদা এটা হয়ত আপনারা দেখেও থাকবেন। আমরা কোন অনুষ্ঠান হলে পরে প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে ঘরে বসে নেমন্তন্ন করি। কিন্তু ঘটিদের কোন ওসব ব্যাপার নেই। ওরা ফোনে নেমন্তন্ন করে দিল কিংবা ধরুন ওই রাস্তায় দেখা হল বলে দিল। এরম একটা ব্যাপার। কিন্তু বাঙাল আর ঘটিদের মধ্যে এগুলো অনেক ডিফারেন্স আছে। এই হল ব্যাপার। তারপর ওদের খাওয়া দাওয়া। যেরম চিংড়ি মাছ। কচু খাওয়া ওরা জানত না। বাঙালরা এসে কচু খাওয়া ওরা শিখিয়েছে। কচু কি জিনিস, ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচু কোনদিন খায়নি ওরা। ওরা খালি জানত চিংড়ি মাছ, কাতলা মাছ, রুই মাছ - ওরা ছোট মাছ কোন দিনও খেতো না।

সৌমিতা: আচ্ছা আপনাদের পুজোর কি কি নিয়ম ওদের থেকে আলাদা? মানে সরস্বতী পুজো ছাড়া আর কি কি নিয়ম, মনসা পুজোতে কি ধরনের নিয়ম আপনারা পালন করেন?

সোমনাথ: আমাদের যে মনসা পুজো, মনসা পুজোতে পুজোর সময় মানে পুজোর সময়তা সবাই মিলে একসাথে বসে এ করা এবং তারপর ধরুন মনসা পুজোর যেটা মেইন হচ্ছে যে দুধ কলা দিয়ে প্রসাদটা। এটা ওরা হয়ত ঘটিরা এটা করে না - বলতে পারব না আমি ওদের মধ্যে কি আছে না আছে। এছাড়া অনেক পুজো যেমন রান্না পুজো হয়। ওদের রান্না পুজো যেরকম অরন্ধন বলে যেটাকে বলে ওদের সাথে আমাদের অনেক রকম এর ডিফারেন্স। ওরা আগের দিন রান্না করবে পরের দিন কে খাবে, আমাদের এরম কোন ব্যাপার নেই। আর হ্যাঁ আমাদের একটা জিনিস আছে কে প্রত্যেক পুজোতে আমাদের নিরামিষই হয় কারণ কি পুজোর দিন কে আমরা আমিষ ঘরে কেউ এ পছন্দ করি না।

সৌমিতা: আপনাদের কারখানার নাম আপনি বললেন বিক্রমপুর মৃৎ শিল্পালয় - তো এই বিক্রমপুর নামটা এখানে ইউজ করবার কারণ কি যদি বলেন?

সোমনাথ: কারণ হচ্ছে যেহেতু আমরা ওপার বাংলার লোক, ওপার বাংলার লোক বলে আমাদের একটা পরিচয় দিতে হয়। তো পরিচয়টা কিভাবে পায় মানুষ, আমরা ঢাকা লেখা রয়েছে কারখানায় দেখুন ব্যানারে লেখা রয়েছে ঢাকা বিক্রমপুর। ওই জন্যই আমাদের কারখানার নামটা ও রকমভাবে পরিচিত। শিল্পী কে? নেপাল পাল, পঞ্চানন রুদ্রপাল এ রকমভাবে - তার তলায় শিল্পীর নাম। কিন্তু আমাদের মেইন পরিচয় হচ্ছে ওই ঢাকা বিক্রমপুর যে এটা বাঙালদের কারখানা।

সৌমিতা: এই নামটার সাথে আপনারা কি ধরনের অ্যাটাচমেন্ট ফিল করেন?

সোমনাথ: নামটার সঙ্গে মানে ঢাকা বিক্রমপুর মানেই আমরা বাঙাল। মানে কথায় আগে বলত যে ঢাকাইয়া মানেই বাঙাল। তো এই একটা ব্যাপার। তারপরে

এই চলে আসছে তারপর থেকেই। মানে ঢাকা বিক্রমপুর থেকে আমরা এসেছি কিন্তু আমরা কোনদিন সেখানে যাইনি কোনদিন দেখিও নি পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসছে ব্যাস এতুকুই।

সৌমিতা: আপনার মতে আপনার দেশ কোনটা?

সোমনাথ: ভারতবর্ষ

সৌমিতা: আর তালে পূর্ববঙ্গের সাথে কি ধরনে অ্যাটাচমেণ্ট আপনার?

সোমনাথ: পূর্ববঙ্গের সাথে শুধু নামটার অ্যাটাচমেণ্ট। আর কিছু নেই।

সৌমিতা: আচ্ছা এই যে আপনি আমাদেরকে এই গল্পগুলো বললেন যেগুলো আপনি আপনার বাবা কি ঠাকুমার কাছ থেকে শুনেছেন, আপনার পরবর্তী প্রজন্ম কে আপনি কি কি গল্প দিয়ে

সোমনাথ: যেগুলো আমরা শুনে এসেছি সেগুলো আমরা তাদেরকেও শেখাতে চাই। কেননা হয়ত তারাও যাতে জানতে পারে যে আমরা কিরম ভাবে থেকেছি কিরম ভাবে এসেছি কিরম ভাবে মিশেছি মানুষের সঙ্গে। এগুলোই।

সৌমিতা: আরেকটু বিস্তারিত ভাবে যদি বলেন।

সোমনাথ: বিস্তারিত বলতে এই যে আপনাকে যে এতক্ষন ধরে বললাম যে ব্যাপারগুলো। এরকম এরকম প্রবলেম ফেস করেছি, তো আমরা যে ওপার বাংলা থেকে এসে এরকমভাবে রয়েছি অ্যাকচুয়াল দেশ বলতে আমাদের এটাই। শুধু অ্যাটাচমেণ্ট বলতে ওইতুকুই যে শুধু নামটা শুধু আমাদের ওইটা। এছাড়া আমাদের সবকিছুই আমাদের এদেশে।

সৌমিতা: এখন এখানে আপনি বলছিলেন যে আপনারা বাঙাল আপনারা এসে নানারকম অসুবিধার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেটাকে দাঁড় করিয়েছেন, এখন পরিস্থিতি কিরকম কুমোরটুলিতে? বাঙাল ঘটির কি সম্পর্ক?

সোমনাথ: এখন সম্পর্ক সুসম্পর্কই। এখন কোন খারাপ সম্পর্ক নেই কারণ এখন আমাদের ফ্যামিলিতে ম্যাক্সিমাম দেখা যাচ্ছে সব যারা বিয়ে করেছে কাকা জ্যাঠা যারা বিয়ে করেছে তারা সবই ঘটি। তবে এখন আর ওই বাঙাল ঘটি বলে অততা ওই নেই। আমার বোনের বিয়ে হয়েছে ঘটি বাড়িতে। এখন আর ওটা কোন ব্যাপার না। আগে যেরকম এটা একটা ছিল। এখন আর সেরম দিক থেকে কিছু নেই।

সৌমিতা: মানে বিয়ের সম্মন্ধ করবার সময় আপনাদের এই ধরনের জিনিস কি প্রশ্ন ফেস করতে হয় কে আপনারা বাঙাল না ঘটি?

সোমনাথ: না অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা হচ্ছে আগেকার দিনে ছিল অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ছিল। ঠিকাছে? এখন যেটা হয়ে গেছে সবই ওই আগে থেকে দেখা শুনা সব তারপরে বাড়ি থেকে মেনে নিল বিয়েটা হয়। তো ওই সুত্রে আগেকার দিনে দাদুদের একটা ইয়ে ছিল কে ঘটি বাড়ি থেকে, মানে ঘটি মেয়ে আনব না কিন্তু কাকারা যখন করেছে বা এখন যে চলে আসছে তারপরে এটা আর কোন প্রবলেম হয় না।

সৌমিতা: তালে আপনি আপনার পরবর্তী প্রজন্মকে এই সব সমস্ত গল্পগুলো আপনি বললেন যে আপনি বলতে চান এবং যখন আপনি বিয়ের কথাটা তুললেন আপনাদের এই পরিবার এর এই ব্যাবসার পিছনে বাড়ির মহিলাদের অবদান কতখানি?

সোমনাথ: বাড়ির মহিলাদের অবদান বলতে এখনকার যারা এসছে ঘটি বাড়ি থেকে তারা খুব একটা আমাদের এই কারবার এর সঙ্গে যুক্ত নয়। কিন্তু আমার মা বলুন আমার কাকিমা বলুন এরা যারা আছেন তারা একটা সময় কারবারের জন্য অনেক কিছু করেছেন। আগে যেরকম বললাম আপনাকে

আমাদের কারখানায় যতজন কর্মচারীরা কাজ করত তারা সব বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করত। তাদের সব বাড়িতে রান্না বান্না। সংসারের সমস্ত দেখা শুনা। এরপরেও বাইরের ছোটখাটো নানারকম টুকটাক কাজ থাকে এই কারবারের ওপরেই। ঠিকাছে? সেগুলোও তারা করতেন।

সৌমিতা: কেউ কি আপনাদের কে বাড়ির কোন মহিলা সদস্য কি আপনাদেরকে ঠাকুর গড়ার কাজে সাহায্য করেন?

সোমনাথ: হ্যাঁ সাহায্য বলতে এখন আমার বোন যেহেতু বাবার অবর্তমানে আমি এবং আমার বোন আছি। আমার বোন এই কারবার এর সঙ্গে পুরোপুরিভাবে যুক্ত। ও এসে প্রতিমার চক্ষু দানটা ওই করে এখন। ওই এসে করে কেননা আমাদের ফামিল্যতে আর কেউ নেই। যে ওই চক্ষু দানের। একটা সময় এমন হয়ে গেছিল যে চক্ষু দানটা করার জন্য মানে এখানে অনেক লোক প্রচুর প্রচুর টাকা চাইত তো, যার জন্য বাধ্য হয়ে... আর আমার বোন ছোট থেকেই খুব আঁকা টাকা নিয়ে খুব এ করত। ও এই ব্যাপারটা খুব ভাল শিখেছে আর কি। এই জন্য এখন আর কোন অসুবিধে হয়না এখন ওই পুরো ব্যাপারটা পুরো চক্ষু দান করে।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved